MAY 15 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৩......

নিরক্ষরমুক্ত হয়নি গাইবান্ধা

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচির নামে সাড়ে ১২ কোটি টাকা অপচয় ও লুটপাটের অভিযোগ

গাইবান্ধা থেকে মফিজুল হক তারা ॥ সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচির নামে প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকা অপচয় করা হলেও 'বিকশিত গাইবান্ধা'কে নিরক্ষরমুক্ত করা যায়নি। সরকারের ভ্রান্ত নীতিমালা এবং অসৎ কর্মকর্তাদের লাগামহীন অনিয়ম, দুর্নীতি ও লুটপাটের কারণে এ কার্যক্রম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

উল্লেখ্য, সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচির মেয়াদ ছিল ৯ মাস। তার মধ্যে সাক্ষরতা পর্বে ৬ মাস এবং সাক্ষরতা উত্তর পর্বে ৩ মাস শিক্ষাদানের নিয়ম। ৬ মাসব্যাপী কর্মসূচি শুরু হয় ১৯৯৮ সালের ২২শে নভেম্বর। শেষ হয় ১৯৯৯ সালের ২৯শে মে। গাইবান্ধা পৌরসভায় কর্মসূচি শুরু হয় ১৯৯৯ সালের ১লা জুলাই। শেষ হয় ২০০০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ২০০১ সালে ১৫ই মে পর্যন্ত জেলা, উপজেলা ও পৌরসভা পর্যায়ে বিভিন্ন খাতে ৯ কোটি ২৫ লাখ ১৫ হাজার টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। অব্যয়িত থাকে মাত্র ৩৫ হাজার টাকা। অপরিশোধিত অর্থের চাহিদা থাকে ১৯ লাখ ২৬ হাজার টাকা। এর মধ্যে শিক্ষকদের সম্মানিভাতা ১৪ লাখ ৪৪ হাজার ও সুপারভাইজারদের সম্মানিভাতা ৪ লাখ ৮১ হাজার টাকা পাওনা থাকে।

কর্মসূচি থেকে বাদপড়া নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা দেখানো হয়েছে পুরুষ ৩ হাজার ৯শ' ৪৬ জন ও মহিলা ২ হাজার ৬শ' ৩৪ জনসহ ৬ হাজার ৫শ' ৮০ জন। এদের জন্য ২শ' ৮টি কেন্দ্র চালু এবং প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ হয় ৯ লাখ ৪৯ হাজার টাকা। এদের শিক্ষিত করতে পাওয়া যায় ৭ লাখ ১৯ হাজার টাকা। ২০০১ সালের ১লা জুলাই থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩ মাসের কর্মসূচি কেবলমাত্র কাগজ কলমেই বাস্তবায়িত হয়। মাঠ পর্যায়ে কোন কার্যক্রম চোখে পড়েনি।

তৃতীয় দফায় সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচির নামেও চলে মারাত্মক ধোঁকাবাজি। কাগজে কলমে এ কর্মসূচি ২০০২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত চালু রাখার নামে ২ হাজার ৯শ' ৫০টি শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা এবং ২ হাজার ৯শ' ৫০ জন শিক্ষক/লাইব্রেরিয়ান ও ২শ' ৯২ জন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়; কিন্তু মাঠ পর্যায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও শিক্ষক/সুপারভাইজারদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া না গেলেও তাদের প্রশিক্ষণ ও সম্মানিভাতা বাবদ ৫৬ লাখ ৬৫ হাজার ৮০ টাকা উত্তোলন ও খরচ দেখানো হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে বই সরবরাহ খাতে কর্তন করা হয়েছে ৪৮ লাখ ৭৭ হাজার ৪শ' টাকা। অথচ সরবরাহকৃত বই-গুল্যোর কোন হদিস মেলেনি। অন্যান্য উপকরণ সরবরাহের জন্য পর্যায়ক্রমে দু'দফা দরপত্র আহ্বান করার প্রমাণ আছে। প্রথম দফা দরপত্র আহ্বান করা হয় ২১/০১/০২ইং তারিখে। ওই দরপত্রে কেউ অংশ গ্রহণ না করায় ২০/০২/০২ ইং তারিখে সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হয়। দ্বিতীয় দফা দরপত্রে সিডিউলের শর্ত মোতাবেক কেউ উপকরণ সরবরাহ করেনি। অথচ খাতা কলমে ৪ লাখ ৩৮ হাজার বলপেন, ৬০ পৃষ্ঠার সাদা খাতার সংখ্যা ৪ লাখ ৩৮ হাজার, ৪০ কাঠির চক বাক্স ৪৪ হাজার, ২০ পৃষ্ঠার হাজিরা খাতা ২ হাজার ৯শ' ৫০টি, ৪০ পৃষ্ঠার পরিদর্শন খাতা ২ হাজার ৯শ' ৫০টি এবং কেন্দ্র সাইনবোর্ড ২ হাজার ৯শ' ৫০টি সরবরাহের উল্লেখ আছে। তদুপরি তা সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচির ২ মাস পেরিয়ে যাওয়ার পর মার্চ মাসে সরবরাহ করা হয়। অভিযোগ উঠেছে— মাঠ পর্যায়ে যেখানে শিক্ষা কেন্দ্র নেই, শিক্ষার্থীকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি, সেখানে এসব উপকরণ কোথায় খরচ করা হয়েছে তার কোন ব্যাখ্যা মেলেনি। ইতোমধ্যেই সাদা খাতা সরবরাহ বাবদ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে ১৫ লাখ ৯৩ হাজার ৮শ' ৯৩ টাকা এবং বলপেন সরবরাহ বাবদ ৯ লাখ ৮১ হাজার ৩শ' ৬৫ টাকা প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের ২ মাসের প্রশিক্ষণ ও সম্মানি ভাতা খাতে উপজেলা ও পৌর চেয়ারম্যানদের কাছে আরও ৩৮ লাখ ৪৪ হাজার ৭শ' টাকার ছাড় দেয়া হয়েছে। কেন্দ্র চালু না থাকলেও শিক্ষক/সুপারভাইজার, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, কেরসিন তেল, গাড়ির জ্বালানি, মোটর সাইকেল জ্বালানি, পরিবহন, সংস্থাপন ইত্যাদি খাতে ৩৮ লাখ ৭৪ হাজার ৪শ' ১০ টাকা খরচের হিসাব দেখানো হয়েছে। এভাবে প্রস্তাবিত বাজেটের ১ কোটি ৭৮ লাখ ২৩ হাজার ৫৬ টাকার মধ্যে প্রাপ্ত ১ কোটি টাকা নানা অজুহাতে খরচ করার পরেও সাদা খাতা, বলপেন, হাজিরা খাতা, পরিদর্শন রেজিস্টার, সাইন বোর্ড, চক প্রভৃতি খাতে ২৬ লাখ ১২ হাজার ৩শ' ১২ টাকা বকেয়া দেখানো হয়েছে। এসব বকেয়াসহ আর্থিক চাহিদা দেখানো হয়েছে ২৯ লাখ ৬ হাজার ৭শ' ৫১ টাকা। মোট কথা— কার্যক্রম ছাড়াই বরাদ্দকৃত সকল অর্থ ভুয়া খরচের বিপরীতে লুটপাট করে নেয়া হচ্ছে।

এদিকে স্থানীয় সাংবাদিকদের একটি পরিদর্শন টিম বেশকিছু শিক্ষাকেন্দ্র ঘুরে এসে জানায়, জেলার কোথাও সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচি ঠিকভাবে পালিত হয়নি। কাগজপত্রে যেসব কেন্দ্র চালু দেখা হয় সেগুলোর প্রশিক্ষক, শিক্ষার্থী, সাইনবোর্ড ইত্যাদি কিছুই খুজে পাওয়া যায়নি। অফিসিয়াল পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাঠপর্যায়ের বিপরীত চিত্র ধরা পড়ে। সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ অভিযোগ করেন, ভুয়া খরচ ও কেনাকাটার নামে এ কর্মসূচির সকল অর্থ শুধু অপচয়-লুটপাটই হয়েছে। নিরক্ষরমুক্ত আন্দোলন সফল হয়নি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় উপজেলা ও পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে। সেখানে বিভিন্ন কাজের মাস্টার রোলে এখনও টিপসই প্রথা চালু রয়েছে। টিপসই দিয়ে নিরক্ষর লোকরা রিলিফ, খাদ্য প্রকল্প ও টিআর কর্মসূচির গম-চাল কিংবা টাকা উত্তোলন করছেন। বিভিন্ন মহলে এ অভিযোগের উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করার দাবি উঠেছে।